রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অধিভুক্ত।

ভর্তি চলছে

৪ বছর মেয়াদি
বি.এসসি. (অনার্স) কোর্সসমূহ

- Agriculture
- Fisheries
- Microbiology
- Food and Nutritional Science

উদয়ন কলেজ
অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

UCBT ★ Rajshahi

বাড়ি নং-১৪০, ওয়ার্ড-০৯, হোসেনিগঞ্জ, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
মোবাইলঃ ০১৭৮৯-৫৯৬৬৬০, ০১৭১৩-২২৯৭২৭, ০১৭১৩-৫৪৫৮৫৬
Website: www.ucbt.edu.bd E-mail: ucbt.rajshahi@gmail.com

ভর্তির যোগ্যতা

২০১৭, ২০১৮ সালে এস.এস.সি. ও ২০১৯, ২০২০ সালে এইচ.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ এবং উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০০ সহ সর্বমোট ন্যূনতম জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ) ন্যূনতম ৭.০০ থাকতে হবে।

২০১৩ ও তৎপরবর্তী বছরের এস.এস.সি/সমমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য ডিপ্লোমাধারী (হেলথ, কৃষি, ফিশারিজ,ফুড এন্ড নিউট্রিশন, ম্যাটস, নার্সিং, ফার্মেসি, প্যাথোলজি) শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির নিতিমালা পরিবর্তন সাপেক্ষে ভর্তির যোগ্যতা পরিবর্তন হতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতি, পরিচালনা ও সার্টিফিকেট প্রদান

৪বছর মেয়াদি বি.এসসি. (অনার্স) ইন এগ্রিকালচার/ফিশারিজ/ মাইক্রোবায়োলজি/ ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স বিভাগসমূহে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলামের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

বিশেষ সুবিধাসমূহ

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক পাঠদান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ক্যাম্পাসে এসে পাঠদান।
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে "উদয়ন কলেজ অব বায়োসায়েন্স এন্ড টেকনোলজি" এর শিক্ষার্থীদেরও একই সাথে সার্টিফিকেট প্রদান।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সকল একাডেমিক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ।
- কোর্সসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর দেশে অথবা বিদেশে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স বা পিএইচ.ডি-কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে সর্বাধিক টিউটোরিয়াল ও ব্যবহারিক ক্লাস করার সুবিধা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে ক্লাস, ল্যাব ও লাইব্রেরি মনিটরিং করা হয়।
- ধুমপান, রাজনীতি, মাদকমুক্ত, সুশৃঙ্খল শিক্ষা-বান্ধব ক্যাম্পাস।
- মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা।

লাইব্রেরি

বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্তসংখ্যক চলতি সংস্করণের বই, রেফারেন্স বই এবং সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ধরনের জার্নালসহ ছাত্র-ছাত্রীদের বসার পর্যাপ্ত স্থানসহ ডিজিটাল লাইব্রেরি বিদ্যমান।

ল্যাবরেটরি সুবিধা

শিক্ষার্থীদের থিওরি শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যহারিক কক্ষ বিদ্যমান। যেমন-এগ্রোনমি ল্যাব, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, ফিশারিজ ল্যাব, ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স ল্যাব ও বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাব।

হোস্টেল

ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থাসহ ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল রয়েছে, ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ অবস্থানে থেকে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্র

এগ্রিকালচার বিভাগ (Department of Agriculture)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশে জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্জিত হয় কৃষি খাত থেকে। যার ফলে কৃষি খাতের মানোন্নয়নে গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার ও সরকারি চাকরিতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন এনজিও, (FAO, WFP, UNICEF ইত্যাদি) সহ বেসরকারি সংস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরির ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।

ফিশারিজ বিভাগ (Department of Fisheries)

বিশ্বব্যাপী মৎস্য রপ্তানীতে বাংলাদেশের যথেষ্ঠ সুনাম রয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার ফলে মৎস্য খাতের মান উন্নয়ন এর জন্য গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য মৎস্য বিজ্ঞানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর, বিভিন্ন মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ মৎস্য ইনস্টিটিউট এবং জেলা/উপজেলাগুলোতে মৎস্য কর্মকর্তা, বিসিএস (ফিশারিজ) অফিসার পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্য হিমাগারসমূহে চাকরিসহ দেশে ও বিদেশে অনেক এনজিও রয়েছে যেখানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিদ্যমান। এছাড়াও বেসরকারিভাবে মৎস্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ (Department of Microbiology)

মাইক্রোবায়োলজি বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। যেমন-মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি, ফুড মাইক্রোবায়োলজি, এগ্রিকালচারাল মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এনালাইটিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি। এসব বিভাগসমূহে এর তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত জীবনে বহুমুখী কর্মক্ষেত্রের রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। সরকারিভাবে স্বাস্থ্য বিভাগে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে বিসিএস ক্যাডার পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, গবেষণা কেন্দ্র, হেলথ টেকনোলজি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ক্লিনিক, বায়োটেকনোলজিক্যাল ফার্ম, কেমিক্যাল এন্ড এগ্রো-ইন্ড্রাস্ট্রিজ, হসপিটাল ল্যাবরেটরিসহ স্বাস্থ্য বিভাগসমূহের বিভিন্ন শাখায় মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসাবে রয়েছে কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স (Food & Nutritional Science)

লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে অন্যতম সম্ভাবনাময় বিষয় হচ্ছে "ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স"। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকর জীবন-যাপনের চাহিদা অনুযায়ী নিত্য নতুন টেকনোলজি ও জ্ঞানশক্তি কাজে লাগিয়ে খাদ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিগুণ বজায়, পরিমিত উপায়ে খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় এর উপর চলছে পর্যালোচনা ও গবেষণা। এ বিভাগে অধ্যয়নের পর ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিগুলোতে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদা রয়েছে। দেশি ও বিদেশি কোম্পানি, ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাষ্ট্রি, পাবলিক হেলথ বিভাগ, ফিটনেস সেন্টার, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিও, বড় বড় রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং সংস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও কাজের ব্যাপক ক্ষেত্র বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্কুল-কলেজ এ নিউট্রিশনিস্টের পদ বিদ্যমান। বিসিএস ক্যাডার, খাদ্য কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মেডিক্যাল রিসার্চার, এক্সারসাইজ ফিজিওলজিস্ট, হোম ইকোনমিস্ট ইত্যাদি পেশায় যুক্ত হওয়ার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

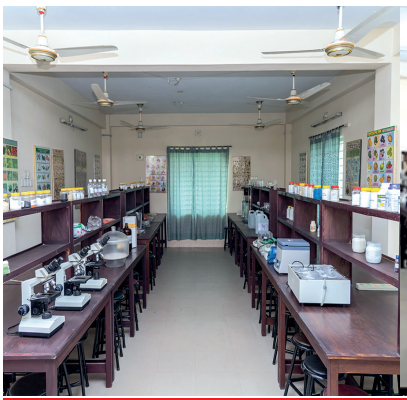

আবেদন ফরম সংগ্রহ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা কলেজ ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।